যায়যায়দিন

তারিখ ... AUG. 22 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

এক বোর্ড না চার বোর্ড

আলেম-ওলামারা দু'ভাগ

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

শেষ পর্যন্ত কোন আঙ্গিকে কওমি মদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি সরকার কার্যকর করবে- এ নিয়ে কওমি মদ্রাসাগুলোর চারটি বোর্ডের মধ্যে বিবদমান বিভক্তি এখনো কাটেনি। এ অবস্থায়ই গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কওমি মদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে এমএর সমমান ঘোষণা করেছেন।

আবার জোটের শরিক দু'দল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের বিবদমান দু'অংশই মদ্রাসার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য নিজেদের পছন্দের পদ্ধতিতে কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতি আদায় করে নিতে গোঁ ধরে আছে।

সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র এবং কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা কেউ জানে না দেশে কতোটি কওমি মদ্রাসা আছে। এর ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা কতো? সরকার জানে না সেখানে কি পড়ানো হয়, সিলেবাস কি? এর শিক্ষকদের যোগ্যতাই বা কি? এ পরিস্থিতিতেই শুধু ইসলামপন্থী দলগুলোর চাপে কওমি মদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে জোট পৃ ১৫ ক ২

আলেম-ওলামারা দু'ভাগ

সরকার।

ঢাকাকেন্দ্রিক বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (বেফাক) যা কওমি মদ্রাসা বোর্ড হিসেবে পরিচিত, সেটিও জানে না সারা দেশে মোট কতোটি কওমি মদ্রাসা আছে। তারপরও দেশের পুরনো কওমি বোর্ডগুলোকে বাদ দিয়ে এ বেফাকের অধীনেই সারা দেশের সব কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতি চাচ্ছেন বেফাক নেতারা।

কওমি মদ্রসার স্বীকৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনে থাকা ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের প্রধান ফজলুল হক আমিনী জানিয়েছেন, দেশজুড়ে কওমি মদ্রসা রয়েছে মোট ১৫ হাজার। শিক্ষক রয়েছেন এক লাখ এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা আনুমানিক ১৭-১৮ লাখ। অন্যদিকে ইসলামী ঐক্যজোটের অপরাংশের নেতা মুফতি শহিদুল ইসলাম এমপি গতকাল যায়যায়দিনকে জানিয়েছেন, দেশে কওমি মদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। ছাত্র সংখ্যা ১৭ থেকে ২০ লাখ এবং শিক্ষক সংখ্যা দেড় লাখ। ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মুফতি সাফায়াত হোসেন মুক্তাঙ্গনে অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে গতকাল যায়যায়দিনকে জানিয়েছেন, দেশে কওমি মদ্রাসা রয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার, শিক্ষক আছেন দুই লাখ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ। বেফাকের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, দেশে কতো কওমি মদ্রাসা আছে তা সঠিক বলা যায় না। অন্যদিকে সরকারি কোনো দফতরের সঙ্গে কওমি মদ্রাসার কোনো যোগাযোগ না থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ কোথাও এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশে কওমি মদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড রয়েছে মোট চারটি। এছাড়া আরো আটটি আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন রয়েছে। বেফাক ছাড়া বাকি তিনটি বোর্ড সিলেট, চট্টগ্রাম ও উত্তরাঞ্চলভিত্তিক। এ তিনটি বোর্ডের মধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রামেরটি বেফাকের অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলভিত্তিক বগুড়ার বোর্ডটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেফাক প্রতিষ্ঠার পর। এসব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও বেশকিছু কওমি মদ্রাসা রয়েছে। বেফাকের নিয়ন্ত্রণাধীন বেশির ভাগ মদ্রাসাই ঢাকা অঞ্চলভিত্তিক। তাই অন্য বোর্ডগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু বেফাকের নিয়ন্ত্রণে কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতি দাবি করায় অন্য বোর্ডগুলোও লিখিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে তাদের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রেখে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়েছে।

এছাড়া কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতির জন্য সরকার ইনডিয়া, পাকিস্তান ও সাউথ আফ্রিকার আধুনিক কওমি মদ্রাসার মডেল কিছুদিন ধরে পর্যালোচনা করছে বলে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন। এসব দেশের মডেল কওমিপন্থীরা তিন বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করে। কওমিপন্থীরা যেসব দেশের মদ্রাসা পরিচালনা

দেশেও মদ্রাসা এক কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ না করে আঞ্চলিক বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। তারপরও কেন শুধু বেফাকের অধীনে কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতি চাওয়া হচ্ছে তা জানতে চাইলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি কওমি মদ্রাসা স্বীকৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ফজলুল হক আমিনী বা এমপি শহিদুল ইসলাম। আমিনী বলেন, বেফাক একটি বড় বোর্ড। এর সঙ্গে সব আঞ্চলিক বোর্ড জড়িত। তাই বেফাকের অধীনে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি উঠেছে।

মুফতি শহিদুল ইসলাম বলেন, একেক বোর্ডের সিলেবাস একেকরকম। তাই পৃথক বোর্ডকে স্বীকৃতি দিলে সমস্যা তৈরি হবে।

অন্যদিকে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের কওমি মদ্রাসাগুলোর সরচেয়ে পুরনো বোর্ড চট্টগ্রামের আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস-এর মহাসচিব আবদুল হালিম বুখারী গতকাল বলেছেন, বেফাকের মাধ্যমে কওমির স্বীকৃতি দেয়াকে তারা সমর্থন করেন। তবে যেহেতু দেশের অধিকাংশ কওমি মদ্রাসা বেফাকের অধীনে চলে না, তাই তারা তাদের বোর্ডকেও স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঢাকাভিত্তিক একটি বোর্ডের অধীনে সব কওমি মদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়া হলে ভবিষ্যতে এ বোর্ডটি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, সরকার স্বীকৃতি দিলে কওমি মদ্রাসাগুলো অনেকটা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলবে। যেহেতু এ মদ্রাসাগুলো সরকারের কাছ থেকে কোনো অর্থ সাহায্য নেবে না, তাই নিয়ন্ত্রণেও থাকবে না। তিনি জানান, এসব মদ্রাসা পরিচালনার জন্য তাদের নিজস্ব সংবিধান, সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে।

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার কওমি মদ্রাসাগুলোকে নিয়ে গঠিত বগুড়ায় অবস্থিত তানযীমুল মাদারিসিত দ্বীনিয়া আল কাওমিয়ার মহাসচিব আবদুর রহমান বলেন, একাধিক বোর্ডের অধীনে স্বীকৃতি দিলে মদ্রাসাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে। তিনি বলেন, বেফাকের একটি পুরনো হিসাব অনুযায়ী দেশে এসব মদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পর এ বছর প্রথমবারের মতো বেফাকের অধীনে নেয়া পরীক্ষায় মাত্র ২ হাজার ৩০০ মদ্রাসার ২২ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। তবে সারা দেশে এ ধরনের মোট কতোগুলো মদ্রাসা আছে, তার সংখ্যা অনেক কষ্ট করেও সব বোর্ড বের করতে পারেনি।

আবদুর রহমান আরো বলেন, কওমি মদ্রাসার নামে সরকারি স্বীকৃতি দেয়া হলে এগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে বলে ধূম্রজাল তৈরি করা হচ্ছে। স্বীকৃতির বিনিময়ে সরকার যদি মদ্রাসাগুলোর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তা নানা বিরোধের জন্ম দেবে।

অন্যদিকে বেফাক নেতারা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় বারবার অন্য বোর্ডগুলোকে মানতে চাচ্ছেন না। তারা অন্য বোর্ডগুলোকে বেফাকের অধীন আঞ্চলিক কিছু সংগঠন হিসেবে দাবি করছেন। সেগুলোকে তাদের ভাষায় আঞ্চলিক এদারা বা তানজিম বলা হচ্ছে। বেফাক সেক্রেটারিসহ অনেক নেতাই দাবি করছেন, অন্য বোর্ডগুলোর নেতারা এখনো বেফাকের সঙ্গে আছে। গত বছর একটি সাংগঠনিক রেজুলেশনের মাধ্যমেও সব বোর্ড বেফাকের সঙ্গে কাজ করবে সিদ্ধান্ত নেয় বলে দাবি করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জোট সরকারের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামী কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতির বিষয়ে প্রথমদিকে বিরোধিতা করলেও এখন স্বীকৃতির সাফল্য নিজেদের ঘরে নেয়ার জন্য এ বিষয়ে হঠাৎ করে তৎপর হয়ে উঠেছে। সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি ফাজিল ও কামিল মদ্রাসাগুলোতে জামায়াত-শিবিরের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে; কিন্তু কওমি মদ্রাসাগুলোতে জামায়াতবিরোধী ইসলামি সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রণ বেশি। আবার এর মধ্যে ঢাকাভিত্তিক কওমি মদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ব বেফাকের ওপর রয়েছে ইসলামী ঐক্যজোটের একচ্ছত্র আধিপত্য। অন্যদিকে ঢাকার বাইরের কওমি মদ্রাসা বোর্ডগুলোর ওপর আংশিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর। এ কারণে সরকারের অন্যতম শরিক দু'দল প্রে কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতির দু'রকম অবস্থা নিয়েছে।

কওমি মদ্রাসার স্বীকৃতির দাবিতে খেলাফত মজলিশের ব্যানারে শায়খুল হাদিস আল্লাম আজিজুল হকের নেতৃত্বে গত বুধবার থেকে মুক্তাঙ্গনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। এ অবস্থানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন মুফতি শহিদুল ইসলাম এমপি। সূত্র জানায়, কওমি মদ্রাসা সংক্রান্ত বেশ কিছু আলোচনা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন মন্ত্রী ও শী ব্যক্তির সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ায় মুফতি শহিদুল ইসলামের ওপর তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য শহিদুল ইসলাম আকস্মিক মুক্তাঙ্গনে অবস্থান ধর্মঘট ডেকে সরকারকে চাপে ফেলতে চেয়েছিলেন। আন্দোলনরত কওমিপন্থীদের একজন শীর্ষ নেতা রবিবার মুক্তাঙ্গনে এস তথ্য জানিয়েছেন। প্রভাবশালীরা মুফতি শহিদুল ইসলামের ওপর বিরক্ত থাকায় চারদি মুক্তাঙ্গনে অবস্থান নিয়ে বারবার যোগাযো করেও সরকারের কোনো প্রতিনিধিকে মুক্তাঙ্গনে নিতে পারেনি খেলাফত মজলিশ তবে মুফতি শহিদুল ইসলাম এ অভিযো অস্বীকার করে বলেন, তার সঙ্গে সরকারে কোনো উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির বাগ্‌বিত হয়নি। তিনি গত দু'মাসের মধ্যে একবার ত মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দেয়া উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন নির্বাচনে তার মনোনয়ন পাওয়া না পাওয় সঙ্গে এ আন্দোলনের কোনো সম্পৃক্ততা নে বলে তিনি দাবি করেন।